নেতাজি ১২৫

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে দেশপ্রেমিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ জন্মদিন পালিত হবে। ২৩ জানুয়ারি শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলার নেতাজি মূর্তি পর্যন্ত বর্ণাঢ্য মিছিল। নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৪১ (সাপ্তাহিক) • ২২ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০২১ • ৮ মাঘ ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 41 (Weekly) • 22 JANUARY, 2020 – 28 JANUARY, 2021 • Friday • Rs. 3.

জনজোয়ারে জননেত্রীকে স্বাগতম

আন্দোলনের নন্দীগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষের শপথ বিজেপি-মুক্ত বাংলার

মেঘাংশী দাস

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাকে কেন্দ্র করে জনজোয়ারে ভাসল আন্দোলনের মাটি নন্দীগ্রাম। লাখো লাখো গ্রামীণ মানুষ পথে নেমে তেখালির বিশাল প্রান্তরে ব্রিগেড গড়ে জানিয়ে দিল এ মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া তারা আর কিছুই বোঝেন না। তিনি আন্দোলন করেছেন, তিনি উন্নয়নের পথ দেখিয়েছেন। জোর করে জমি দখল করতে এসেছিল যারা তাদের যেমন উপযুক্ত সাজা জনগণ দিয়েছে, তেমনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন সোনাচূড়া, গড়চক্রবেড়িয়া-সহ এলাকার মানুষের হৃদয়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জনসভায় তাই যখন বিজেপির বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের ডাক দিলেন তখন উদ্বেল জনতা গর্জন করে উঠল। সেই সমর্থন দেখে আবেগরুদ্ধ নেত্রী যখন বললেন, এই নন্দীগ্রামে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হলে কেমন হয়, তখন সভার সমস্ত মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগলেন। গর্বের সঙ্গে উল্লাস প্রকাশ করে জানিয়ে দিলেন 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে স্বাগতম'।

দুয়ের পাতায়

> সিঙ্গুরের পর নন্দীগ্রামের আন্দোলন। শহিদদের আত্মবলিদান কোনওদিন ভুলতে পারব না। নন্দীগ্রাম আমার প্রাণ। খুব ভালবাসি। নন্দীগ্রাম আমাদের কাছে খুব লাকি। জমি আন্দোলনের ফলে দেশে জোর করে জমি দখল করার জন্য আইন বদলাতে পেরেছি। আমি 'নন্দী মা' বইতে সব লিখেছি। সারাজীবন নন্দীগ্রামের মানুষের পাশে থাকব। এ আমার অঙ্গীকার।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

নন্দীগ্রামে বিশাল সমাবেশের একাংশ। জয়ের প্রতীক 'ভি ফর ভিকট্রি' দেখাচ্ছেন জননেত্রী।

১৫ লক্ষ বিধবা ও বৃদ্ধাকে পেনশন, ৯ লক্ষ পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে ট্যাব কিনতে ১০ হাজার

সায়ন কুণ্ডু

বিধবা ও বয়স্কদের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের জন্য আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন জননেত্রী। নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠক তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন রাজ্যের প্রায় ১৫ লক্ষ বিধবা ও বয়স্কদের পেনশন দেওয়ার। তিনি বলেন, "বয়স্ক মহিলা ও বিধবারা অনেক সময় একটা পেনশন চান। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বা আমাদের যাঁরা পান তার একটা লিমিটেশন আছে। ১৫ লক্ষ আবেদন এসেছিল বিধবা ভাতা ও ওল্ড এজ পেনশনের জন্য। আমরা সবারটাই অনুমোদন করে দিচ্ছি।" একইসঙ্গে তিনি জানান, 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের পঞ্চম পর্যায় শুরু হবে। তাঁর বক্তব্য, "দেরিতে যাঁরা জেনেছেন, তাঁরা হয়তো এই সুবিধা নিতে পারেননি। তাঁদের দিকে তাকিয়ে আর একটি পর্যায় বাড়িয়ে দেওয়া হল। মানুষের আগ্রহ ও ইচ্ছাপ্রকাশ দেখে আরও একটি পর্ব বাড়ানো হল। ২৭ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তা চলবে। প্রায় ২ কোটিরও বেশি মানুষ এখনও পর্যন্ত ক্যাম্পে এসেছেন। ৭৫ শতাংশের বেশি পরিষেবা দেওয়াও হয়েছে।" স্বাস্থ্য সাথী কিংবা খাদ্য সাথীর পাশাপাশি শিক্ষাশ্রী, জয় জোহর, তপশিলি বন্ধু, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, ঐক্যশ্রী, মানবিক, কৃষকবন্ধু প্রকল্পের পরিষেবা নিতেও মানুষের আগ্রহ রয়েছে যথেষ্টই।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাজ্যের সব উদ্বাস্তুকে জমির পাট্টা বিনামূল্যে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু কলোনি থেকে উচ্ছেদ করার নোটিশ দিচ্ছে। তিনি যে তা হতে দেবেন না, তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "খবর আসছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব সংস্থা রয়েছে, তারা উচ্ছেদের নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। বাঁকুড়ায় কিছুদিন আগে রেল নোটিশ দিয়েছিল। অশোকনগর, হাবড়া বা বারাসতেও এমন নোটিশ গিয়েছে। আমরা পরিস্কার বলছি, কাউকে এভাবে উচ্ছেদ করা যাবে না। আমরা তাঁদের দলিল দেব। তাঁরা বাঁচবার অধিকার পাবেন। উদ্বাস্তু, যাঁরা দিনের পর দিন সেখানে বসবাস করছেন, তাঁরা জমির পাট্টা পাবেন। যাঁরা এখনও পাননি, তাঁরাও পেয়ে যাবেন। যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বা ব্যাক্তিগত মালিকানায় রয়েছে, সেগুলিতেও দেওয়া হবে। কোনও উদ্বাস্তু বাদ যাবেন না।" জননেত্রী বলেন, "সারা বাংলায়ও ২৩১টি উদ্বাস্তু কলোনি এই দু'বছরে অনুমোদন

মুখ্যমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প মানুষের ঘরে ঘরে। নজির গড়ল বাংলা।

করেছি। এর মধ্যে ৩০ হাজার পাট্টা আমরা ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছি। ১২ হাজার তৈরি আছে। যে কোনও মুহূর্তে দিয়ে দেব। আরও ৩১টি কলোনি অনুমোদন দেওয়া হল। তার মধ্যে ৩৮৪০ উদ্বাস্তু পাট্টা পাবেন। আগে ২০ হাজার, পরে ১২ হাজার, আরও ৪ হাদজার, মানে প্রায় ২ লক্ষ ৭৯ হাজার পাট্টা দেওয়া হয়েছে বাংলায়। যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বা ব্যাক্তিগত মালিকানায় রয়েছে, সেগুলিও দেওয়া হবে। কোনও উদ্বাস্তু বাদ যাবে না। তাঁরা অধিকার পাবেন। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ডেকে একদিনে সবাইকে জমির দলিল দিয়ে দেওয়া হবে।" তিনি জানান, ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর লোক বাড়ি দোকান করে বসবাস করছেন। ওখানে যাঁদের জমি আছে, তাঁরা বিনা মূল্যে ফ্রি হোল্ড রাইটস পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ উপনির্বাচনে জিতেছিলাম। সেখানে ওরা দাবি করেছিল, ১০০ শয্যার হাসপাতাল। সেখানে ৬০ শয্যার হাসপাতাল ছিল। সেটা ২৫০ শয্যার করে দিচ্ছি। এটা দুই দিনাজপুরের মানুষের কাছে খুব কাজে লাগবে। কারণ, কালিয়াগঞ্জ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমান্তে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে সব নার্সিংহোম ও হাসপাতাল যাতে থাকে, তার জন্য বিভিন্ন চিকিৎসার রেট ঠিক করার জন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নতুন করে ১০ কোটি লোকের জন্য করা হচ্ছে, সুতরাং এখন রেটটা কিছু পরিবর্তন করতে হবে। যাতে নার্সিংহোমও চিকিৎসা করতে পারে, মানুষেরও অসুবিধা না হয়। তাঁর বক্তব্য, "যতই কেউ ব্যবসা করুক, সমাজ জীবনে প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। সরকার বিনা পয়সায় নিচ্ছে না। সরকার স্বাস্থ্যসাথীর সুযোগ যাঁকে দিচ্ছে, তার জন্য প্রতি পরিবারপিছু পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এর জন্য প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি সরকারকে দিতে হচ্ছে।" মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইএসআই—কে স্বল্পমূল্যে নিউটাউনে চার একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ময়নাগুড়ি ও ফালাকাটা দু'টি আলাদা পুরসভা করা হবে। হাওড়া থেকে আলাদা করে বালি মিউনিসিপ্যালটি করার জন্য বিল নিয়ে আসছে রাজ্য সরকার।

অনলাইন নির্ভর পড়াশোনায় সাহায্যের জন্য রাজ্যের প্রায় ৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ট্যাব দিচ্ছেন জননেত্রী। স্কুল ও মাদ্রাসায় পাঠরত দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "স্মার্ট ফোনের মতো স্মার্ট থেকো। নিজের রাজ্যটাকে ভুলো না। অস্তিত্ব ভুলো না।" ২০১১ সাল থেকে রাজ্যজুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার কী কী কাজ করেছে, তার একটি তালিকাও এদিন প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে সাত হাজার নতুন স্কুল তৈরি হয়েছে। কোভিডে লকডাউনের সময় বাড়িতে মিড ডে মিল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুটের হার মাত্র ৭.৪৩ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯ শতাংশ। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ গত ১০ বছরে ১০ গুণেরও বেশি বাড়ানো হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

পুরুলিয়ায় হুটমুড়াতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় 'রূপসী বাংলা'-র মানুষের মহাপ্লাবন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মমতার পাশে জনতা

সুজলা সুফলা বাংলা আজ বাস্তব। সোনার বাংলার স্বপ্ন আজ পূর্ণ হয়েছে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। পরিবর্তনের বাংলায় সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে। বাংলার সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। সব ধর্ম-মত, জাতি, সম্প্রদায় মিলে-মিশে মানুষ এখানে শান্তিতে বসবাস করে। এখানে

গণতন্ত্র আছে। সব মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। নির্বাচন আসতেই কিছু মানুষ বাইরে থেকে এসেছে 'বাংলা দখলে' ঝাঁপিয়ে পড়তে। শান্তির বাংলায় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে। মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। কিন্তু তারা তাতে সফল হবে না। এই বাংলায় বিজেপির কোনও স্থান নেই। একটা রাজনৈতিক দল কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা দেশের বিভিন্ন ঘটনায়। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে দলতিদের উপর অত্যাচার, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ হতে দেখছি আমরা। বাংলায় এই ঘটনা ঘটতে দেওয়া চলবে না। আজ বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতায় উসকানি নিয়ে যে শক্তি উন্নয়নে বাধা দিতে চায়, রাজ্যে অশান্তির সৃষ্টি করতে চায়, বাংলার সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে নেই। বাংলার গণতন্ত্রপ্রিয়, শান্তিপ্রিয় মানুষ সমস্ত অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করবে। বাংলার মানুষ বিজেপিকেও জানে। যারা 'আচ্ছে দিন'-এর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে কীভাবে একের পর এক জনবিরোধী নীতি কার্যকর করেছে। মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের কেন্দ্র সরকার বাংলাকে বিভিন্নভাবে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে, শুধু বিরোধী দল এখানে ক্ষমতায় থাকার কারণে রাজনৈতিক প্রতিশোধের জন্য। এর জবাবও মানুষ দেবে আগামী নির্বাচনে। কোনও একটি রাজ্য সরকারের পক্ষে এই অল্প সময়ে উন্নয়নের কাজ দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কাজটা আরও কঠিন হওয়ারই কথা। তবু শাসন ক্ষমতায় এসে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সুপ্রশাসনের মাধ্যমে বাংলাকে যেভাবে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাতে দেশবাসী অভিভূত। সেই পথেই এগিয়ে যাবে বাংলা। প্রায় সাড়ে তিন দশক সিপিএম নেতৃত্বের বামফ্রন্ট সরকার শাসনক্ষমতায় থেকে রাজ্যকে যে অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই জায়গা থেকে তুলে এনে আলোকিত করেছেন বাংলাকে। কৃষি থেকে শিল্পে অগ্রগতি হয়েছে। রাজ্যকে স্বাবলম্বী করার, বাংলাকে দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করার যে শপথ নিয়েছিলেন জননেত্রী, তাকে বাস্তবায়িত করতে রাজ্যের সব সাহসী মানুষ তাঁর পাশে ছিলেন, আছেন, থাকবেন। আগের সরকারের আমলে অন্যায়-অনাচার-অপশাসন বাংলাকে গ্রাস করেছিল। সেই সমস্যাকণ্টকিত রাজ্যে পরিবর্তন এনেছেন জননেত্রী। রাজ্যের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এক কঠিন লড়াইয়ে নেমেছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই লড়াইয়ে ঐতিহাসিক জয় এসেছে। এই সাফল্যের প্রধান কারণ, সাধারণ মানুষ আছেন জননেত্রীর পাশে।

দেশনায়ক দিবসকে 'পরাক্রম দিবস', নেতাজিকে অপমান করেছে কেন্দ্র

তীর্থ রায়

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে এতদিন মাথাব্যথা ছিল না বিজেপির। বস্তুত স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে কখনওই মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি সংঘ পরিবারকে। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের মুখে এখন তারা আইকনের সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের লাফঝাঁপ। ভুল উদ্ধৃতি, ভুল তথ্য দিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা চালালেন। তারপর ওঁরা পড়লেন বিবেকানন্দ নিয়ে। এই রাজ্যে কখনও বিজেপিকে বিবেকানন্দর জন্মদিন পালন করতে দেখা যায়নি। জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর দেশের সব মণীষীদের জন্মদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে এসেছেন। বিজেপির সেসব নেই। এ বার হঠাৎ ১২ জানুয়ারি সূর্যের আলো ফোটামাত্র পথে নেমে পড়লেন বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। উত্তর কলকাতার সিমলায় বিবেকানন্দর বাড়ির সামনে গিয়ে বিজেপি নেতারা রাজনৈতিক স্লোগানও তুলে দিলেন। যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। বাংলায় ভোটে জেতার জন্য যেভাবে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দকে গত কয়েকদিন ধরে বিজেপি রাস্তায় নামিয়েছে তা নিন্দনীয়। বাংলার রাজনীতি কখনও এ জিনিস দেখেনি। মণীষীদের কখনও এইভাবে রাজনীতির ময়দানে নামানো হয়নি। সবাই জানে বিধানসভা ভোট মিটলেই বিজেপি ভুলে যাবে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দর কথা। একইভাবে নেতাজির জন্মদিনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহরা। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন এই দিনটিকে 'দেশনায়ক দিবস' হিসেবে পালন করে আসছেন। কিন্তু, নরেন্দ্র মোদি স্রেফ একটি চমক দেওয়ার উদ্দেশে নেতাজির জন্মদিনকে 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছেন। এটা শুধু রাজ্যকে অপমান নয়, নেতাজিকেও অসম্মান করা। নেতাজি দেশের নায়ক। স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় আইকন। তাঁকে 'পরাক্রম'-এর মতো শব্দবন্ধে সীমিত করার কোনও অর্থই হয় না। আর নেতাজির 'পরাক্রম', 'বীরত্ব' ইত্যাদি মোদির মুখে মানায় না। নেতাজি যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বীর তা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই সমগ্র ভারতবাসী জানে। ভারতবাসী নেতাজির বীরত্বকে কুর্ণিশ জানায় পরাধীনতার দিনগুলি থেকেই। সংঘ পরিবার বরং স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনও বীরকেই কখনও শ্রদ্ধা দেখায়নি। তাদের মুখ থেকে এখন আমাদের পরাক্রম শিখতে হবে, এটা কখনওই মানা সম্ভব নয়। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সঠিকভাবেই মোদির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতাজিকে যারা এভাবে অপমান করতে চায়, তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া প্রয়োজন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যে শক্তি চিরকাল খাটো করে এসেছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যারা বিভিন্ন সময়ে বিশ্বাসঘাতকতাও করেছে, সেই শক্তিকে কখনওই বাঙালি তার হৃদয়ে স্থান দেয়নি।

প্রতিবাদ করে সঠিক কাজ করেছেন মমতা

জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর দেশের সব মণীষীদের জন্মদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে এসেছেন। বিজেপির সেসব নেই। এ বার হঠাৎ ১২ জানুয়ারি সূর্যের আলো ফোটামাত্র পথে নেমে পড়লেন বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। উত্তর কলকাতার সিমলায় বিবেকানন্দর বাড়ির সামনে গিয়ে বিজেপি নেতারা রাজনৈতিক স্লোগানও তুলে দিলেন। যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু।

২০১১ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন

- শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ গত ১০ বছরে ১০ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- স্থাপিত হয়েছে ৩০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ৫১টি নতুন কলেজ, ৭ হাজার নতুন স্কুল, ২৭২টি ITI, ১৭৬টি Polytechnic। প্রায় ২১ হাজার স্কুল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছে।
- রাজ্যে বাংলা মাধ্যম স্কুল এর পাশাপাশি ৪২২টি সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুল, ১৫৬১টি হিন্দি মিডিয়াম স্কুল, ৪৮২টি উর্দু মিডিয়াম স্কুল, ৩৬৭টি নেপালি মিডিয়াম স্কুল, ৩৪টি উড়িয়া মিডিয়াম স্কুল ও ২৫টি তেলুগু মিডিয়াম স্কুল রয়েছে।
- গত দু'বছরে ১২১ টি নতুন ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য এ রাজ্যে ৭৫০টি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল রয়েছে।
- প্রায় ২ লক্ষ অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ তৈরি হয়েছে।
- প্রায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োজিত হয়েছে।
- এছাড়াও প্রাথমিক স্তরে ১৬৫০০ জন শিক্ষক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ১৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে।
- ৬১,৪১৪ জন মাধ্যমিক স্তরের কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রায় ৭০ লক্ষ ছাত্রী এখন 'কন্যাশ্রী'।
- ১ কোটি ছাত্রছাত্রীকে সবুজ সাথী'তে সাইকেল দেওয়া হচ্ছে।
- সমস্ত স্তরের ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের আওতায় আনা হয়েছে - 'ঐক্যশ্রী' পেয়েছে ২ কোটি ৪০ লক্ষ, 'শিক্ষাশ্রী' পেয়েছে ৯০ লক্ষের বেশী, স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিন্স স্কলারশিপ পেয়েছে ৫ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী।
- অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, স্কুলে যাবার পোশাক, স্কুলব্যাগ ও জুতো দেওয়া হচ্ছে।
- এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বইও আমরা বিনামূল্যে দিচ্ছি।
- সমস্ত স্কুলে পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ১০০% স্কুলে মিড-ডে-মিল চালু করা হয়েছে। এমনকি কোভিড-এর সময়ও এটা বন্ধ হয়নি।
- এছাড়া, ছেলে মেয়েদের চাকরীর জন্যও সরকারের তরফ থেকে WBCS, IAS সহ। নানান কোচিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।

আন্দোলনের মাটিতে

একের পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সারা বাংলা জুড়ে গত চার দশক ধরে বড় বড় অনেক সমাবেশ হয়েছে। জনজোয়ারে ভেসে গিয়েছে সেইসব সভা। কিন্তু, সমর্থকদের আবেগ, উপস্থিতি ও গুরুত্বের বিচারে এদিনের ১৮ জানুয়ারি একটা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। বক্তৃতার শুরুতেই আন্দোলনের দিনগুলির কথা তুলে ধরেন। শহিদদের স্মরণ করেন। সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরে নন্দীগ্রামের মানুষকে স্যালুট জানান। ১৪ মার্চ রক্তাক্ত নন্দীগ্রামে ঢুকতে গিয়ে কেমন বাধা পেয়েছিলেন, তারপর কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সূর্যোদয়ের নাম করে যে অত্যাচার হয়েছিল সেকথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "কেউ কেউ আমায় নন্দীগ্রাম চেনানোর চেষ্টা করছে। আমি কারও কাছ থেকে নন্দীগ্রাম নিয়ে জ্ঞান শুনব না। কারণ সিঙ্গুর থেকে শুরু হওয়া জমির লড়াইটা আমরা এখানেও করেছি। এই নন্দীগ্রামের সঙ্গে আমার প্রাণের টান। নন্দীগ্রাম নিয়ে আমার বই আছে। আমরা শহিদ পরিবারের সঙ্গে রয়েছি। সারা জীবন থাকব।"

সাধারণ মানুষের উদ্বেলিত সমর্থনে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হওয়াই সম্মতি দিলেও নেত্রী প্রার্থী চান ভবানীপুরেও। তিনি বলেন, "ভবানীপুরের মানুষের অনুমতি নেব। তাঁরা যদি না ছাড়েন তবে দু'টি আসন থেকেই জোড়াফুলের প্রার্থী হতে চাই। ভবানীপুর বড় বোন, নন্দীগ্রাম ছোটো বোন।" তিনি নন্দীগ্রাম আসার আগে প্রাক্তন সাংসদ ও শিল্পী কবীর সুমনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলেও সভায় উল্লেখ করেন তৃণমূলনেত্রী। সুমন তাঁকে জানিয়েছেন, ওখানকার মানুষদের আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দেবেন। এদিকে, নন্দীগ্রাম ও হলদিয়ার মধ্যে একটি ব্রিজ হলে মানুষের খুব সুবিধা হয়। জননেত্রী বলেন, ''আমি দেখে নিচ্ছি। নিশ্চয়ই আমার সাধ্যের মধ্যে হলে এই ব্রিজ আমি করে দেব। নন্দীগ্রাম হলদিয়ায় ব্রিজের দাবি পূরণ করার চেষ্টা করব। এই ব্রিজ হলে আগামিদিনে তাজপুর পোর্টের সঙ্গে কানেক্ট করবে। তাজপুর পোর্ট হলে এই ব্রিজ অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।" বেশ কিছুদিন পরে কেন তিনি নন্দীগ্রাম এলেন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন জননেত্রী। বলেন,"আমাকে নন্দীগ্রাম দেখতে দেওয়া হত না। আমি সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দ টাকা দিয়ে দিতাম। এবার থেকে আমিই নন্দীগ্রাম দেখব।"

বস্তুত নন্দীগ্রাম থেকেই শুরু হয়ে গেল ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার। জননেত্রী ঘোষণা করেছেন এই পবিত্র মাটি থেকেই আবার পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষ সরকার প্রতিষ্ঠার শপথ নেওয়া হল। এতবড় সভা নন্দীগ্রামের ইতিহাসে হয়নি। মানুষের উপস্থিতি বলে দিচ্ছে যে আগামিদিনে শুধু নন্দীগ্রাম নয়, পূর্ব মেদিনীপুর জুড়ে কীভাবে জোড়াফুলের ঝড় বইবে। বিজেপিকে যারা ডেকে এনেছে তাদের কীভাবে কঠিনভাবে সাজা দেবে।

মাওবাদীদের চেয়েও বিজেপি ভয়ংকর

লোকসভা ভোটে মিথ্যে কথা বলে জঙ্গলমহলে ভোট নিয়ে পালিয়েছেন বিজেপির সাংসদরা, কোনও কাজ করেননি, পুরুলিয়ায় জনজোয়ারে সতর্কবার্তা জননেত্রীর

জাগো বাংলা নিউজ : মাওবাদীরা জীবনের স্রোতে পিছিয়ে গিয়ে ভুল পথে গিয়েছিল। কিন্তু দিল্লির সাম্প্রদায়িক দল মানুষ খুন করে স্রেফ ক্ষমতা দখলের জন্য। তারা সাপের চেয়েও বিষাক্ত। মানুষকে বিভ্রান্ত করে ছোবল মারে। সামনে ভোট। তাই সতর্ক থাকতে হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "মাওবাদীদের চেয়ে ভয়ঙ্কর বিজেপি। কোবরা না কেউটে কোনটা বিষাক্ত? ওদের এক ছোবলেই সব শেষ।" এ প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, "জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়েছি। রক্তঝরা সেই দিনে কোথায় ছিল বিজেপি?"

মাওবাদীদের সরিয়ে জঙ্গলমহলকে শান্ত করেছিলেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল স্রোতে ফিরিয়ে তাদের জীবন গড়ে দিয়েছেন। সদ্য পুজোর মুখে নতুন করে নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন। ধীরে ধীরে তাদের পদোন্নতিও হচ্ছে। এমনভাবে আর কেউ বোধহয় ভাবেননি। একটা সমাজের জীবন তৈরি করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেসব দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। সেইসব দিনের কথা স্মরণ করিয়েই মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি-মুক্তির ডাক দিলেন তৃণমূলনেত্রী।

মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভোট নিয়ে দিল্লি চলে যাওয়া বিজেপির কাছে নতুন কিছু নয়। গত লোকসভা ভোটে ঠিক সেই ষড়যন্ত্রই করেছিল তারা। মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। কোনও উন্নয়ন হয়নি। স্রেফ কোটি কোটি টাকা দিয়ে ভোট লুঠ করে দিল্লি পালিয়েছিল। সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেন তৃণমূলনেত্রী। বুঝিয়ে দেন আর যেন ভুল না হয়। তাঁর কথায়, "এলাকার কোনও উন্নয়ন হয়েছে? কোভিডের সময় তাঁকে পেয়েছেন? নির্বাচনের সময় মণ্ডা-মিঠাই দেবে বলে। জিতলে কাঁচকলা।" বিধানসভা ভোটের মুখেও টাকা নিয়ে এসে ভোট লুঠের চেষ্টা করবে বলে সাবধান করে দিয়েছেন জননেত্রী। বলেছেন, "টাকা দিলে তাই দিয়ে মাংস-ভাত খেয়ে নিন। কিন্তু ভোট দেবেন না।"

জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়েছি আমরাই। যেদিন রক্ত ঝরছিল, মানুষ রাস্তায় বেরোতে পারত না, সব কিছু বন্ধ ছিল— সেদিন কোথায় ছিল বিজেপি?

বস্তুত, মাথায় রাখতে হবে এখন খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা সময়। মানুষকে ভুল বোঝানো তো চলছিলই। তার সঙ্গে অনেকেই 'ইধার-ওধার' করছেন। অর্থাৎ জনগণকে ভুল বুঝিয়েছে যে দল, তাদের লোভের কাছে মাথা বিকিয়ে দিচ্ছেন। তারা সব বেইমান। নেত্রী পরিষ্কার তাই বলে দিয়েছেন, মাথা বিকিয়ে দেবেন না তিনি। বাংলার মাথা সবসময় উঁচু থাকবে। আর কোনওভাবেই যাতে বেইমানদের কাছে মানুষ প্রতারিত না হয় তার জন্যও সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, "কেউ কেউ বিজেপিতে চলে যাচ্ছে। আপদ বিদায় হয়েছে। থাকলেই জ্বালাত। যে যায় যাকগে। আমরা মাথা বিক্রি করব না। শাড়ি-কাপড় বদলানো যায়। বদলানো যায় না।"

উন্নয়নকে ধামাচাপা দিতেই কুৎসা

তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিলে জনস্রোত

জাগো বাংলা নিউজ : মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপির রোড-শোয়ের অন্তত দশগুন বেশি জনস্রোত সঙ্গে নিয়ে শান্তিমিছিল থেকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। বুঝিয়ে দিল, কেউ যদি অশান্তি করে, গভীর চক্রান্ত করে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে পথে নেমে রুখবে রাজ্যের ছাত্র-যুবরা। মিছিলের নেতৃত্বে একসারিতে ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও অরূপ বিশ্বাস, সাংসদ মালা রায়, দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল জেলা সভাপতি দেবাশিস কুমার প্রমুখ। ছিলেন দুই প্রাক্তন মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ও রতন দে ছাড়াও তপন দাশগুপ্ত, মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদর্শনা মুখোপাধ্যায়, জুঁই বিশ্বাস প্রমুখ।

টালিগঞ্জ থেকে রাসবিহারির রোড-শো শেষে বিজেপি তৃণমূল কর্মীদের হাত-পা ভাঙার হুমকি দিয়েছিল। সেই হুমকির উল্লেখ করে তৃণমূল মহিলানেত্রী সাংসদ মালা রায় পাল্টা হুশিয়ারি দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে হাজরার সভায় বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব বলেন, "উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় পেরে না উঠে বিজেপি এখন বাংলায় অশান্তি সৃষ্টির গভীর চক্রান্ত করছে। গোলমাল করে উন্নয়নের সাফল্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে দিতে চাইছে গেরুয়া পার্টি।"

পুরুলিয়ায় জননেত্রীর সভায় জনসুনামি

"বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।"

পুরুলিয়ার মাটি অতুলচন্দ্র ঘোষের মাটি, এ মাটি মানভূম জননী লাবণ্যপ্রভা ঘোষের মাটি; স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। পুরুলিয়ার মানুষ তাদের লোকসংস্কৃতি, সম্প্রীতি, একতা কোনও অশুভ শক্তির হাতে বিনষ্ট হতে দেবে না। মাথা নত করবে না কৃষক বিরোধী শক্তির কাছে। সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে পুরুলিয়া তথা বাংলার মানুষ শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়বে। বিভাজনের রাজনীতি, দাঙ্গার রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকদের সমুচিত জবাব দেবে বাংলার মানুষ। আজ পুরুলিয়ার হুটমুড়া হাইস্কুল ফুটবল ময়দানে আয়োজিত জনসভার দুই মুহূর্ত।

প্রায় ১৩ লক্ষের জাতি শংসাপত্র কার্ড, রেকর্ড

জাগো বাংলা নিউজ : সারা দেশকে আবারও পথ দেখালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য কোনও রাজ্যে জাতি শংসাপত্রের কার্ড এত দ্রুত পাওয়া সম্ভব হয়নি। সেই কাজই করে দেখিয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকারের 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প। ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের ১২ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৪০ জন জাতি শংসাপত্র পেয়েছেন। প্রতিদিনই অবশ্য হু হু করে বাড়ছে এই সংখ্যা। কর্মসূচি শুরু হয়েছে এক মাস। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সাফল্যের কথা লিখে একটি টুইট করেন তিনি। তাঁর কথায়, "সানন্দে জানাই এক মাসেরও কম সময়ে, রাজ্যের তফসিলি, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মধ্যে এসসি, এসটি, ওবিসির মতো জাতি শংসাপত্র বিতরণ করা হয়েছে।" এই সংখ্যা মুখ্যমন্ত্রীর টুইটের সময় দশ লক্ষ পার ছিল, কিন্তু সেটি এত দ্রুত বেড়েছে যে ২৫ তারিখের মধ্যে ১৫ লক্ষ পেরিয়ে যাবে বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়। দুয়ারে সরকারের শিবিরগুলি থেকে সরাসরি মানুষের হাতে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ ভাল সাড়া ফেলেছে। আগে সব থেকে বেশি সমস্যা হচ্ছিল জাতি শংসাপত্র পেতে। সরকারি দপ্তরে ঘুরে ঘুরে, নানা প্রমাণ জোগাড় করতেই নাকাল হতে হয়েছে সমাজের পিছিয়ে পড়া এইসব মানুষকে। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টির সরলীকরণ করেন। কোনও নথি দেখিয়ে শংসাপত্রের আবেদনের বদলে মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন পরিবারের কারও শংসাপত্র থাকলেই নতুন করে আর কোনও নথি লাগবে না। তার ভিত্তিতেই মিলবে শংসাপত্র। কিন্তু তাতেও সমস্যা হচ্ছিল। অনেকেই কোনও নথিই দেখাতে পারছিলেন না। কিন্তু তা বলে তাদের শংসাপত্র তৈরি হবে না? বোলপুরের প্রশাসনিক বৈঠকে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী এর পরই বলে দেন, পরিবারের সদস্যরা বংশানুক্রমে কী ধরনের কাজ করে এসেছেন তার উপর ভিত্তি করেই জাতি শংসাপত্র দিতে হবে। তার পরই কাজের গতি বাড়ে। এবং যার ফল মেলে হাতেনাতে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এ নিয়ে প্রশংসাসূচক টুইট করেন।

পুরুলিয়ায় হবে সার্কিট টুরিজম, জঙ্গলমহলে একগুচ্ছ প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর

জাগো বাংলা নিউজ : রাজ্যে মা মাটি মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমূল পাল্টে গিয়েছে পুরুলিয়া। গত ৯ বছরে জঙ্গলমহলের ব্যাপক উন্নয়নের কান্ডারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯ জানুয়ারি পুরুলিয়ার হুটমুড়া স্কুল মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় সামিল হতে ছুটে এসেছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। সমবেত কণ্ঠ জানান দিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের যা দিয়েছেন তার জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ। হয়েছে। জনসভা থেকে পুরুলিয়ার মানুষদের জন্য ফের একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, পুরুলিয়ায় সার্কিট টুরিজম করা হবে। এর ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ আসবে পুরুলিয়ার পাহাড় ভ্রমণে। তাতে আয় বাড়বে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের। এক্ষেত্রে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের প্রসঙ্গ টেনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, ''অযোধ্যা পাহাড়ে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আগামী দিনে পর্যটক টানতে আরও সুসজ্জিত করা হবে এই এলাকাকে। অযোধ্যায় হোম টুরিজম চালু হলে এলাকার আদিবাসী পরিবারগুলির আয় বাড়বে। আদিবাসীদের বাড়িতে মানুষ থাকতে পছন্দ করেন। অযোধ্যা পাহাড়ে হোম টুরিজম হলে স্বাভাবিক ভাবেই অর্থনৈতিক ভাবে আরও স্বাবলম্বী হবেন স্থানীয়রা।'' আদিবাসী সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সভার আগে সভাস্থলে টুসু গানের শিল্পীরা এসে তাঁকে বরণ করে নেন। মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতির তদারকিতে ছিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি গুরুপদ টুডু ও দলের মুখপাত্র নবেন্দু মাহালি। মুখ্যমন্ত্রী এর আগে পুরুলিয়া এসেছিলেন ২০১৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর। নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন তিনি। সেসময়ও তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। ১৯৫৫ সালে রাজনৈতিক মঞ্চে টুসুগানের প্রথম পদার্পণ ঘটেছিল। মানভূমের বঙ্গভুক্তির দাবিতে ভজহরি মাহাতোর লেখা টুসুগান, 'শুন বিহারি ভাই/ তরা রাখতে লারবি ডাং দেখাই' ঐক্যবদ্ধ করেছিল মানভূমকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগ দিয়েছিলেন মানভূমের বঙ্গভুক্তি আন্দোলনে। একই ভাবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মা মাটি মানুষের নেত্রীকে জয়ী করতে মমতার জনসভায় জনজোয়ারের ঢেউ আনেন টুসুগানের শিল্পীরা। লোকশিল্পী অনুরূপ মল্লিক গেয়েছেন, "বুকেতে যার সাহস আছে/ মনে আছে সততা/ সেই হামাদের মনের মানুষ/ সবার দিদি মমতা।" পুরুলিয়া সফর শেষে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। চার জেলার ৪০টি প্রকল্পের উদ্বোধন-শিলান্যাস করেন তিনি।উদ্বোধনের তালিকায় ঝাড়গ্রাম জেলার ৩৩টি, পুরুলিয়ার ২টি, পশ্চিম মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদের ১টি করে প্রকল্প রয়েছে। তিনটি প্রকল্পের শিলান্যাসের মধ্যে ঝাড়গ্রামে দু'টি ও পশ্চিম মেদিনীপুরে একটি। পুরুলিয়ার যে দু'টি প্রকল্প এদিন উদ্বোধন হয় সেগুলি হল মানবাজার ও বান্দোয়ান বাস ডিপো। দুই সামাজিক সংগঠনের নেতাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরা হলেন, কুড়মি সমাজের অজিতপ্রসাদ মাহাত এবং ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহলের পুরুলিয়া জেলা পারগানা রতনলাল হাঁসদা। পুরুলিয়ার আদিবাসীরা বলেন মানভূমী সংস্কৃতিতে দিদি এক সর্বজনীন বিশ্বাস। তাঁর সভার জন্য আলাদা করে প্রচার করতে হয়না। হুটমুড়া স্কুল মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই ছিলেন সাংসদ শতাব্দী রায়। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রায় সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজই করে দিয়েছে। ১০০ শতাংশ কাজ কেউই করতে পারে না। সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন আগে এই অঞ্চলে কারেন্ট থাকতো না। ২০১১ এর পর পুরুলিয়ার মতো জায়গা থেকে লোডশেডিং উধাও হয়ে গিয়েছে। শতাব্দী বলেন দিদি যা বলেন,তা করেন। আর বিরোধীরা শুধু কুৎসা আর মিথ্যা কথা বলে।

সাড়ে চার লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে ফিরিয়ে স্কচ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড বাংলার

জাগো বাংলা নিউজ : কোভিড মোকাবিলা এবং জনপরিষেবায় দুর্দান্ত কাজের সুবাদে ফের একবার জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। লকডাউনের সময় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে ভিনরাজ্য থেকে নিজের জেলায় নিয়ে আসার স্বীকৃতি পেল দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম বা এসবিএসটিসি। জিতলো স্কচ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড। দুটি ক্ষেত্রে তারা এই পুরস্কার জিতেছে। প্রথমত ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এবং দ্বিতীয়ত লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের সুষ্ঠুভাবে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য। স্কচ অ্যাওয়ার্ড গোটা দেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থাকে ভালো কাজের জন্য দেওয়া হয়। এবার সেই পুরস্কারই ঢুকলো এসবিএসটিসির ঝোলায়। করোনা পরিস্থিতিতে ভিনরাজ্যে থাকা শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে উল্লখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল এই নিগম। তাদের সমস্ত বাসেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে অন্যান্য রাজ্যে আটকে পড়ে শ্রমিকদের। সেই সময় ট্রেন এবং গণপরিবহণ বন্ধ ছিল। তাই আটকে পড়েছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। এই নিগমের চালক এবং কন্ডাক্টররেরা সেই আটকে পড়া শ্রমিকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনের সময় সব দিক থেকে রাজ্যবাসীকে আগলে রেখেছেন জননেত্রী। স্বাস্থ্য থেকে খাদ্য দফতর সব বিভাগই যথেষ্ট ভালো ভাবে পরিস্থিতি সামলেছেন। গরিব মানুষও সব দিক থেকে উপকৃত হয়েছেন। আর পরিবহন দফতরও প্রচুর সংখ্যক বাস নামিয়ে জরুরি পরিষেবায় যুক্ত কর্মীদের আনা নেওয়ার কাজ খুব সুন্দরভাবে করেছে। নিগমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রায় সাড়ে চার লক্ষ শ্রমিককে আনা নেওয়ার কাজ করেছিল এসবিএসটিসি। এদিকে বাস পরিষেবা আরো ভালো করতে এসবিএসটিসির নয়া পাঁচটি ডিপো উদ্বোধন হলো। একটি পশ্চিম মেদিনপুরের সবংয়ে, একটি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে, পুরুলিয়ের মানবাজারে, একটি বান্দোয়ানে, আর একটি ঝাড়গ্রামে। নিগমের তরফে জানানো হয়েছে, পরিযায়ীদের ফেরাতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার ট্রিপ খেটেছে বাস। অন্যদিকে এই নিগমের যাবতীয় কাজকর্ম ইন্টিগ্রেটেড পদ্ধতিতে করা হচ্ছে বছর দুয়েক ধরে। সেই কাজের জন্যও স্কচ অ্যাওয়ার্ডে একটি সোনার মেডেল জিতেছে তারা। স্কচ অ্যাওয়ার্ড প্রতি বছরই দেওয়া হয়। গুরুগ্রামে অবস্থিত স্কচ গোষ্ঠী তে দেয়। দেশের শিল্পবাণিজ্য মহল, প্রশাসনিক বিভাগ ও দফতর, আর্থিক ক্ষেত্র, প্রযুক্তি সংস্থা বা সামাজিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে প্রতি বছরই বিশেষ পুরস্কার দেয় এই গোষ্ঠী। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত -সহ একাধিক দফতর এর আগেও এই গোষ্ঠীর স্বীকৃতি পেয়েছে। রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে কাজের গতি সুগম ও দ্রুত করার জন্য এর আগেও স্কচ প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তবে পরিবহনের ক্ষেত্রে এই প্রথম কোনও নিগম এই পুরস্কার পেল। ২০২০ সালে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 'স্কচ অ্যাওয়ার্ড'এর মনোনয়নের জন্য পাঠানো হয়। আগে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় অসামান্য ভূমিকা পালনের জন্য 'স্কচ অ্যাওয়ার্ড গোল্ডেন' এসেছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে। এবার দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাও একইভাবে পুরস্কৃত হল।

ভুলব না নন্দীগ্রাম, বুঝিয়ে দিলেন জননেত্রী

জাগো বাংলা নিউজ : বুকে রয়েছে নন্দীগ্রাম। মহান আন্দোলনের মাটিতে দাঁড়িয়ে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে ক্ষমতায় আসা ইস্তক হেন কোনও জনসভা মিটিং-মিছিল নেই যেখানে একজন নেত্রী নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে থেকেছেন। এখন নন্দীগ্রামের চিত্র আমূল বদলে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। সন্ত্রাস মুক্ত পরিবেশে আগামীর স্বপ্ন দেখছে নন্দীগ্রাম। আর জননেত্রী যে শহীদ পরিবারকে ভুলে যাননি তা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় থেকে এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ ১০ জন। সেই নিখোঁজ পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের হাতে সাহায্য তুলে দিলেন। নন্দীগ্রামের তেখালির সমাবেশ মঞ্চে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধিত করার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের হাতে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে। মঞ্চে ৩১ শহীদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরিবারগুলোর জন্য পেনশনও ঘোষণা করেছেন জননেত্রী। মাসে হাজার টাকা করে তাঁদের পেনশন দেওয়া হবে। জননেত্রীর এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি শহীদ পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর নন্দীগ্রামের গোকুলনগর এলাকায় জমি রক্ষা আন্দোলনকারীদের মিছিল ছিল। সেই মিছিলের নেতৃত্বে থাকা ১০ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় খেজুরির দিকে। গোকুলনগর থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে খেজুরির আমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঢুকিয়ে তাদের বেদম প্রহার করা হয়। চালানো হয় অকথ্য অত্যাচার। তারপর তাদের প্রাণে মেরে লাশ গুম করে দেওয়া হয়। পরে লাশগুলি সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেয় সিপিএমের হার্মাদ বাহিনি। ঘটনার কোনও প্রমাণ রাখেনি তৎকালীন দোরদন্ডপ্রতাপ সিপিএমের গুন্ডাবাহিনী। প্রমাণ না মেলায় সেই মানুষগুলোকে এখনো 'নিখোঁজ' বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই মিছিল থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন আদিত্য বেরা সত্যেন গোল ভগিরথ মাইতি নারায়ন চন্দ্র দাস এবং প্রলয় গিরি সহ আরো অনেকে। নিখোঁজ ভাগীরথী মাইতির স্ত্রী সুষমা মাইতি জানান, মুখ্যমন্ত্রী শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা করেছেন। তাতে আমরা খুশি।" নারায়ণ চন্দ্র দাসের ছেলে শংকর প্রসাদ দাস বলেন, "দিদি সাহায্য করেছেন। আমাদের কষ্ট বুঝেছেন। আমরা খুশি। শহীদ পরিবারের অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চাকরির দাবি জানিয়েছেন। আগামী দিনে শহীদ পরিবারের এই দাবিগুলিও পূরণ করবে মা মাটি মানুষের সরকার।

নন্দীগ্রামে নিখোঁজদের পরিবারকে সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর।

'দুয়ারে সরকার' পরিষেবা সওয়া ১ কোটির

জাগো বাংলা নিউজ : রাজ্যের প্রায় সওয়া এক কোটিরও বেশি বাসিন্দাকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করল 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প। অর্থাৎ, রাজ্যের মানুষের কাছে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প। বাংলার এই মডেল ভবিষ্যতে যে বিভিন্ন রাজ্য প্রয়োগ করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বেও স্বীকৃতি আদায় করে নেবে এই প্রকল্প। আবারও দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হল, বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের স্বার্থে কতটা আন্তরিক ও মানবিক। প্রতিটি শিবিরেই তাই মানুষ মা-মাটি-মানুষের সরকার ও নেত্রীকে কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ভোর থেকেই লাইন চোখে পড়েছে স্বাস্থ্যসাথী-সহ সব শিবিরেই।

দু'দিন আগে পর্যন্তও পরিষেবাপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪২। আর শিবিরে এসেছেন দুই কোটি ২৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩৭২ জন। জেলাওয়াড়ি হিসাবে সবথেকে বেশি মানুষ এসেছেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। নবান্নের দেওয়া ১৯ জানুয়ারির তথ্য অনুযায়ী, সেখানে ২১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯২২ জন এসেছেন। এর পরে স্থান উত্তর ২৪ পরগনার। এসেছেন ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯৭১ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এসেছেন ১৮ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৫৫ জন। রাজ্যের শিবিরগুলিতে প্রতিদিন পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ আসছেন শিবিরে। দ্রুত পরিষেবা তুলে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের হাতে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সাথীর বিপুল চাহিদা চোখে পড়ার মতো। রাজ্য সরকার প্রকাশিত 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের রিপোর্ট কার্ডে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় এসেছেন প্রায় ৭৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭০১ জন। এর পরেই রয়েছে জাতি শংসাপত্র ও খাদ্য সাথী কার্ড প্রাপকের সংখ্যা। রাজ্যের প্রায় ১২ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৪০ জন জাতি শংসাপত্র পেয়েছেন। খাদ্য সাথী কার্ড পেয়েছেন ১১ লক্ষ ৯ হাজার ১৯১ জন। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের পরিষেবা পেয়েছেন ১০ লক্ষ ৩২ হাজার ৯২ জন। এদিন পর্যন্ত রাজ্যে ক্যাম্প হয়েছে ২১ হাজার ৮৫৭টি। ক্যাম্পগুলিতে ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৯৫ জন এসেছেন। স্বাস্থ্য সাথী কিংবা খাদ্য সাথীর পাশাপাশি শিক্ষাশ্রী, জয় জোহর, তপশিলি বন্ধু, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, ঐক্যশ্রী, মানবিক, কৃষকবন্ধু প্রকল্পের পরিষেবা নিতেও মানুষের আগ্রহ রয়েছে যথেষ্টই।

এর মধ্যেই তিনটি পর্ব শেষ করে চতুর্থ পর্ব শুরু হয়েছে 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের। চতুর্থ পর্যায়ে ফের রাজ্যের ৩৪২টি ব্লক, ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি ও সাতটি পুরসভা এলাকায় বসছে একাধিক সরকারি শিবির। এছাড়াও তৃতীয় পর্যায়ের শিবিরের সঙ্গে শুরু হয়েছে 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচিও। এই কর্মসূচিতে এলাকার পরিকাঠামো, পরিবেশ এবং অন্যান্য জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। আগামী ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে 'দুয়ারে সরকার'-এর চতুর্থ পর্যায়ের কর্মসূচি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, কোনওভাবেই যেন কোনও বেসরকারি নার্সিংহোম বা হাসপাতাল স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলে রোগীকে না ফেরায়। সেক্ষেত্রে লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলেও জানিয়েছেন। ক্যাশলেশ প্রক্রিয়ায় যে কোনও অস্ত্রোপচার, গুরুতর চিকিৎসার খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। তবে মাথাপিছু নয়, গোটা পরিবার ৫ লক্ষ টাকার বিমার সুবিধে পাবেন।

দুয়ারে সরকারের পরিষেবা পেতে ভিড় জমিয়েছেন পরিবহন শ্রমিক এবং অসংগঠিত শ্রমিকরা। এয়ারপোর্ট ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সামনে ট্যাক্সি চালক থেকে শুরু করে বাস ড্রাইভার, ক্যাব চালক, টোটো চালকরা শিবিরে যোগ দেন সরকারি সুবিধা নেওয়ার জন্য। স্পষ্ট, সরকার পরিবহণ শ্রমিকদের বিষয়ে চিন্তাশীল। প্রতিটি অসংগঠিত শ্রমিকরা যাতে এই সুবিধা পেতে পারেন তাই সর্বত্র এই ক্যাম্প করা হচ্ছে।

ওয়ার্ডে বা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ক্যাম্প করে কম্পিউটার নিয়ে বসছেন সরকারি কর্মীরা। সরকারের প্রতিশ্রুতি আর রাজ্যের মানুষের অধিকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই এই ক্যাম্পগুলির উদ্দেশ্য। মূলত চারটি ধাপে ক্যাম্প শুরু হয়। প্রথম ধাপে ১ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর। কোনও নির্দিষ্ট পরিষেবার পেতে গেলে প্রয়োজনীয় নথি বা পরিচয়পত্রের মধ্যে কোনটি লাগবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে ১৫ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শহর এলাকার ক্ষেত্রে একজন এসডিও, গ্রামীণ এলাকার জন্য বিডিও একেকবারে দু'টি ক্যাম্পে নজরদারি চালাচ্ছেন। সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা। লোকপ্রসার শিল্পীদের মাধ্যমে এই কাজের প্রচারও হয়েছে।

নেত্রী একজনই

মমতা

দল একটাই

তৃণমূল

প্রতীক একটাই

ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪১। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 41. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**